Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 20-09-2026 22:18 Page 1

বন্ধুদের সঙ্গে ঘোরা থেকে সিনেমা দেখার ইচ্ছে পুজোয় সন্দীপ্তার

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

শক্তি বাড়িয়ে ধেয়ে আসছে নিম্নচাপ, দুর্যোগ আরও বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে

২ আশ্বিন ।। ১৪৩৩।। রবিবার ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৫৮৯ সংখ্যা ।। ৮পাতা

বাংলাদেশে দুষ্কৃতীরাজ! দেশজুড়ে অসংখ্য বাসে আগুন-ককটেল বিস্ফোরণ, পাকড়াও ৫১৫

৩ ঘণ্টায় দাগা হল দুই ক্ষেপণাস্ত্র! কিমের দাপটে থরহরিকম্প জাপান-দক্ষিণ কোরিয়া

১০০০০ মৃত্যু! হড়পা বানের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে আশঙ্কায় নেপালের মন্ত্রী, মুখ খুলল পুলিশ

করমের মঞ্চে পুরুলিয়ার জন্য একগুচ্ছ ঘোষণা

বিমান পরিষেবা চালুর আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানা ঃ এক দিকে করমের নাচ, গান আর উৎসবের আবহ।অন্যদিকে জঙ্গলমহলের উন্নয়ন নিয়ে একের পর এক ঘোষণা।কুড়মি সমাজের করম উৎসবের মঞ্চ থেকে পুরুলিয়ার জন্য বড় বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।জানালেন, শীঘ্রই পুরুলিয়ায় বিমান ওঠানামা শুরু করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।পাশাপাশি জেলার মিনি জু ঢেলে সাজানোর পাশাপাশি চিতা আনার পরিকল্পনা এবং অভয়ারণ্য তৈরির প্রস্তাব নিয়েও প্রশাসনের তরফে কাজ চলছে বলে জানান তিনি।তবে কুড়মি সমাজের দীর্ঘদিনের অন্যতম দাবি-তফসিলি উপজাতি তালিকাভুক্তি নিয়ে এ দিনের মঞ্চে সরাসরি কোনও ঘোষণা করেননি মুখ্যমন্ত্রী।পরিবর্তে তিনি জানান, বিজেপির নির্বাচনী সংকল্পপত্রে কুড়মি সমাজকে নিয়ে যে প্রতিশ্রুতিগুলি দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি পূরণ করা হবে।কুড়মি আন্দোলন ঘিরে আগের সরকারের আমলে দায়ের হওয়া মামলাগুলি প্রত্যাহারের ঘোষণা করেছেন তিনি।রবিবার দুপুরে পুরুলিয়ায় আদিবাসী কুড়মি সমাজের করম নাচের অনুষ্ঠানে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী।কুড়মি সমাজের প্রধান নেতা অজিত প্রসাদ মাহাতোর সঙ্গে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নেন।তারপর মঞ্চে উঠে কুড়মি সমাজের ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং অধিকার রক্ষার কথা বলেন।করম পরব উপলক্ষে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সূচিতে পরিবর্তনের কথাও জানান তিনি।জঙ্গলমহলের উন্নয়ন নিয়েও এ দিন বড় বার্তা দেন শুভেন্দু। তাঁর দাবি, পানীয় জল থেকে রাস্তা, এলাকার যে উন্নয়ন প্রয়োজন, তা জানালে সরকার ব্যবস্থা নেবে। প্রায় ১৬০০ কোটি টাকার কাজ করার কথা

জানান তিনি।কোনও গ্রামেই উন্নয়ন বাকি থাকবে না বলেও আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী।করম উৎসবের মঞ্চে স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করার বার্তাও দেন শুভেন্দু।পরের বার পুরুলিয়ায় এলে কুড়মি সমাজের মানুষ যেন তাঁকে নিজেদের হাতে তৈরি পিঠে খাওয়ান, এমন অনুরোধও করেন তিনি।প্রশাসনিক বৈঠক শেষে পুরুলিয়ার উন্নয়ন নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিমান পরিষেবার প্রসঙ্গটি সামনে আনেন মুখ্যমন্ত্রী।তাঁর বক্তব্য, পুরুলিয়ায় দ্রুত বিমান ওঠানামার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।রাজ্য বাজেটেও ছররা বিমানবন্দর-সহ একাধিক আঞ্চলিক বিমান পরিষেবা প্রকল্পের কথা ঘোষণা হয়েছে।কেন্দ্রের উড়ান প্রকল্পের আওতায় ছররা বিমানবন্দর নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্যের মউ স্বাক্ষরের প্রস্তুতিও চলছে।বিমান যোগাযোগের পাশাপাশি পর্যটন ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণেও পুরুলিয়াকে নতুন ভাবে সাজানোর পরিকল্পনার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী।পুরুলিয়ার মিনি জু ঢেলে সাজানো হবে।জেলায় চিতা আনার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি।পাশাপাশি একটি অভয়ারণ্য গড়ে তোলার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।শিল্পের ক্ষেত্রেও বড় লক্ষ্যের কথা শুনিয়েছেন শুভেন্দু।তাঁর দাবি, আগামী এক বছরের মধ্যে রাজ্যে সর্বনিম্ন এক লক্ষ কোটি টাকা শিল্পে বিনিয়োগ আসবে।পাহাড় ও অরণ্য রক্ষা করা হবে বলেও জানান তিনি। পুরুলিয়ার উন্নয়নকে সরকারের অগ্রাধিকারের তালিকায় রাখার কথাও স্পষ্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী।

কৌটো থেকে কিউআর কোড

নির্বাচনী তহবিল সংগ্রহে বদল আনল সিপিএম

নয়া জামানা ঃ একসময় কৌটো হাতে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে নির্বাচনী তহবিল সংগ্রহ করতেন বাম নেতা-কর্মীরা। সময় বদলেছে, বদলেছে অর্থ সংগ্রহের পদ্ধতিও। নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনের প্রচারের জন্য এবার সামাজিক মাধ্যমে আবেদন জানিয়ে অনলাইনে অর্থ সংগ্রহের পথে হাঁটল সিপিএম। দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম সামাজিক মাধ্যমে এই আবেদন জানিয়েছেন এবং অর্থ পাঠানোর জন্য কিউআর কোডও দিয়েছেন।আগামী ৬ অক্টোবর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপনির্বাচন হবে। ৯ অক্টোবর ফল ঘোষণা। এই নির্বাচনে নন্দীগ্রামে সিপিআইয়ের শান্তিগোপাল গিরি এবং রেজিনগরে সিপিএমের সৈয়দ আসাদ আলি বামেদের প্রার্থী। দুটি কেন্দ্রেই মনোনয়ন প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে এবং শুরু হয়েছে প্রচার। প্রচারের খরচ মেটাতেই নির্বাচনী তহবিলে সাধারণ মানুষের আর্থিক সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত সূচি অনুযায়ী, ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মনোনয়ন জমা নেওয়া হয়েছিল।সামাজিক মাধ্যমে সেলিম লেখেন, আসন্ন রেজিনগর ও নন্দীগ্রাম বিধানসভা উপনির্বাচনে প্রচারের সাহায্যে নির্বাচনী তহবিলে অর্থদান করে সাধ্যমতো সাহায্য করুন।তাঁর পোস্টের সঙ্গে কিউআর কোড দেওয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে অনলাইনে অর্থ পাঠানোর আবেদন জানানো হয়েছে।গত বিধানসভা নির্বাচনেও সিপিএম সামাজিক মাধ্যমে অর্থসাহায্যের আবেদন করেছিল। দলীয় নেতৃত্বের বক্তব্য, বহু মানুষ ভোটের সময়ে দলকে আর্থিক সাহায্য করতে চান। কিন্তু দূরে থাকার কারণে তাঁদের পক্ষে সরাসরি অর্থ দেওয়া সম্ভব হয় না। সেই সমস্যার সমাধানেই ডিজিটাল মাধ্যমে

অনুদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে সিপিএমের দাবি।বিরোধীদের একাংশ অবশ্য এই উদ্যোগ নিয়ে কটাক্ষ করেছে। তাদের বক্তব্য, একসময় ইন্টারনেট ব্যবহারের বিরোধিতা করা দলই এখন ডিজিটাল প্রযুক্তিকে অর্থ সংগ্রহের কাজে ব্যবহার করছে। পাল্টা সিপিএমের বক্তব্য, তারা মানুষের অনুদানের উপরই নির্ভরশীল এবং নির্বাচনী বন্ডের মতো ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই। দলের তরফে জানানো হয়েছে, সাধারণ মানুষের ছোট ছোট অনুদানই এই তহবিল গঠনের প্রধান ভিত্তি হিসেবে থাকছে এবার।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 20-09-2026 22:18 Page 2

মতিয়ার রহমানেরএকটি বকুলগাছ এবং অনেক কথা প্রসঙ্গে বিমুগ্ধ উচ্চারণ

কুদ্দুস আলি

অণুগল্পকার মতিয়ার রহমান মুরারই এলাকার গণ্ডি ছাড়িয়ে এখন জেলার সীমান্ত অতিক্রম করে দুই বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে বিপুল জনপ্রিয় একজন সাহিত্যসেবী।

তার মূল উদ্যোগ অণুগল্প হলেও বিভিন্ন সাহিত্য সভায় কখনো সঞ্চালনা কখনো কবিতা পাঠের সঙ্গে তার অপরিহার্য উপস্থিতির কথা, কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ, চন্ডিদাস থেকে রোদ্দুর, বহরমপুর থেকে ঢাকার বিভিন্ন কাগজে তার ছবি এবং সংবাদ খুব সহজ এবং অপরিহার্য একটা বিষয়, একটা দৃষ্টান্ত। কিছুদিন আগে কলকাতার 'কুসুম সাহিত্য পত্রিকার' উদ্যোগে 'আনন্দ প্রকাশন' থেকে প্রকাশিত তার একটি অণুগল্প সংকলন একটি বকুলগাছ এবং অনেক কথাক্ষ্ম স্বয়ং মতিয়ারের হাত থেকে পেয়েছিলাম। দিনের পর দিন কেটেছে। প্রাপ্তিস্বীকার পর্যন্ত করতে পারিনি। আসলে প্রাপ্তিস্বীকার এবং কিছু আলোচনা লিখে দিতে বললে আমার কেমন জ্বর আসে। আতংক হয়। এসবের মূলে আমার অক্ষমতার কথাই বলা যায়। তবুও মতিয়ার রহমানের এই ভালোবাসার উপহার সম্বন্ধে অন্তত দুচার কথা লেখার বাসনা থেকেই এই কলম ধরা। মতিয়ার রহমানের বইএর মূল্যবান মতামত নিয়ে ইতিমধ্যে প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক তৈমুর খানের খুব যথাযথ একটা লেখা পড়লাম। সেখানে আমার সংকোচ দ্বিধা তো আরো বেড়ে যায় । তারমধ্যেই একটি বকুলগাছ এবং অনেক কথা নিয়ে সামান্য দুচার কথা বলতে ইচ্ছেও করে। পাইকরে দীনবন্ধু দাসের একটা সাহিত্য সভায় প্রবীণ শিক্ষক এবং সাহিত্য অনুরাগী চাতরার প্রয়াত ক্ষীরেণ দত্ত গভীর ভালোবাসায় মতিয়ার রহমানকে অণুগল্পের যাদুকর বলে উল্লেখ করেন। ওই সভায় আমি আমন্ত্রিত ছিলাম। এবং খুব গর্বিত হয়েছিলাম। বস্তুত, অবলীলায় অণুগল্প লেখার সেরা লোক বলতে আমার দেখা আমার মতেই বলছি এই সম্মানের অধিকারী মতিয়ার রহমান, এতে দ্বিমত আছে কিনা জানি না। একটি বকুলগাছ এবং অনেক কথা' এক মলাটে ৫২টি অণুগল্পের অপূর্ব সুন্দর একটা সংকলন। একটা সময় সাহিত্য সভাতে বড় বড় গল্প কবিতা পাঠের চল ছিল। এখন সঞ্চালক সাবধান করে দেন। ছোট ছোট কবিতা আর গল্প কিংবা বক্তব্যের জন্য বারবার ঘোষণা করা হয়। অণুগল্প এখন অনেক বেশি উচ্চারিত। আমাদের সভাগুলোতে এক মতিয়ার রহমান অনেকের দৃষ্টি

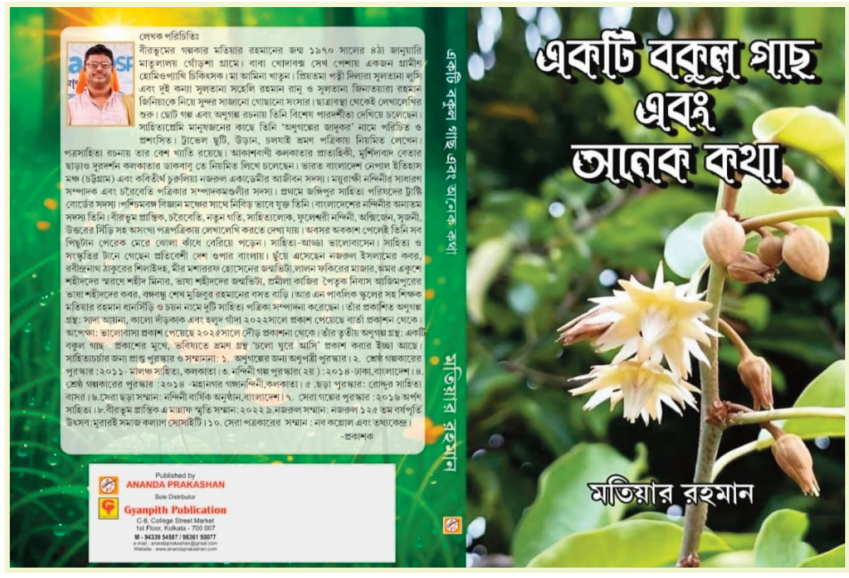

আকর্ষণ করে নেয় এখন। এ নিয়ে কোনো কথাও হবে না বোধহয়। যাই হোক। ছোট ছোট গল্প কথা আর ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা নিয়ে মতিয়ার রহমানের সংকলন মনে দাগ কেটে দিলো। ৬১ পৃষ্টাচিহ্নিত অংশে স্হান পেয়েছে 'একটি বকুলগাছ এবং অনেক কথা' এই অণুগল্প। স্মৃতি মেদুর দীর্ঘশ্বাস একটি বকুলগাছের জন্য। সাদেক আলির হাতে যে খাম এলো সেখানে ৫০০/টাকার একটা নোটের অনুদান গল্পে সংসারের অসহায় অবস্থাকে গভীর ব্যঞ্জনায় ব্যক্ত করেছে মতিয়ার। মনে দাগ কেটে দেয়।

ছোট্ট চিতা গল্পে নারী পন্য নয় বরং প্রতিবাদী। লখাইরা হেরে যায় কুমকুমের চিতার মতো আগুনে প্রতিবাদের কাছে। নিমন্ত্রণ গল্পে প্রথা ভেঙে সম্প্রীতির নতুন কথা এসেছে।এটা অভিনব। স্মরণসভা গল্পে শবদেহ বহনের রাস্তায় হরিবোল ধ্বনির বদলে রবীন্দ্র সঙ্গীত বাজানোর প্রসঙ্গটি আমার মাস্টারমশাই সুনীল বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু যাত্রাকে মনে পড়িয়ে দেয়। মতিয়ার সেই বিষয়েই প্রভাবিত নিশ্চিত। সেই ছেলেটি' আর থাকে না। হারিয়ে যায় পুকুরের নিথর জলে। স্বপ্ন ভাসে। 'থিম পুজা' কলকাতা সহ সবখানে এখন খুব প্রচলিত। একটা মোচড় দিয়ে এই গল্পে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' উচ্চারণে আর জি করের প্রসঙ্গ ভালো লাগে। তেলেভাজার' মোহিনী জুয়েলার্সে মা আসে প্রয়োজনে। ছেলে তেলেভাজার দোকানে গরম তেলের জ্বাল থেকে বেঁচে যায়। দারুণ ভাবনা। 'হিয়ার মাঝে' ভালোবাসার গল্প। কিন্তু ভালোবাসা কোথায়? লেখায় সেই ইঙ্গিত দেয়। কাকু' নামের ছোটগল্প মনে দাগ কেটে যাবে।

মানুষের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে এই কাকুরা বাড়িতে আসে শরীরের খোঁজে। টোপ দেয় উপহারের। মোমের আলো। এখানেও মেয়ে পন্য। মল্লিকারা এখানে শিকার। এই আলো অন্ধকারে কতো স্বপ্ন শেষ হয়ে গেছে। মতিয়ার রহমানের একটি বকুলগাছ এবং অনেক কথা র সব গল্পগুলো এতো সহজ এবং অসাধারণ দক্ষভাবে ব্যক্ত, যা আপনার মনে ঝড় তুলবেই। আমি সমালোচনা লিখতে পারি না। মতিয়ারর গল্পের মধ্যে মানুষ এবং তার অসহায় অক্ষমতা গভীর সহমর্মিতায় বলিষ্ঠভাবে উচ্চারিত। অনুজ মতিয়ারের জন্য একটা ছোট্ট স্যালুট। ওর অণুগল্পগুলো সবার মনে এবং বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুক, এই কামনা।

ঈশ্বর ও আমি

জাকির সোহান

ডানে একজন ঈশ্বর বায়ে একজন
সামনে একজন পিছনে একজন
পাড়ায়-মহল্লায়, হাটে-বাজারে
অলিতে গলিতে প্রতিটি পথের
মোড়ে
প্রতি কণা মাটিতে পানিতে বাতাসে
একজন করে ঈশ্বর বসে থাকে।

কোথায় নেই ঈশ্বর ?
উপাসনালয়ে একজন পতিতালয়ে
একজন
শেয়ারবাজারে একজন
হাসপাতালেও একজন।
নাস্তিকতার সাইনবোর্ড লাগিয়ে
যে যত্র-তত্র উষ্টা খায়
সেও ঈশ্বর হওয়ার ধান্দায়
নিজেরে নাস্তিক পরিচয় দিয়ে
বেড়ায়।

শুধু আমি মানুষ হয়ে মানুষকে
ভালোবাসার খেসারতে
অল্প বয়সে মুহূর্তের মধ্যে বোঝা
হয়ে গেলাম মানুষের।

ভুল

মোঃ আব্দুল রহমান

ভুলের রং খোঁজে অতিক্রান্ত সময়
নীল স্রোতের ঠিকানা
যে নদীর বুক ছিঁড়ে উত্তাল ঢেউ
তুলেছিল একদিন
মন ভাঙা উচ্ছ্বাস---
নোনা জলে খেলেছিল রঙিন
মুহূর্তরা
পাশ পালিশে বার্ধক্যের চোখ বেয়ে
নামতে থাকে বেরঙিন স্মৃতির
পাহাড়
বিবর্ণতা আর নির্জনতা গ্রাস করে
কালো রাতের নিস্তব্ধতা;
আটলান্টিকের জলে ভরে ওঠে
আর্তনাদ
তবুও ভুলের বাঁধের ধ্বস নেই
নেই কোনো প্লাবন! নেই
শিথিলতা...
অন্তিম যাত্রাপথে ভুলের উঁকিঝুঁকি
বড়ই বেশি
চোখের পাতায় প্রতিচ্ছবি ভাসে
ভারাক্রান্ত বিদায়ী হৃদয়
করজোড়ে তবুও প্রার্থনা ও প্রণাম
ভুলের অভেদ্য দেওয়ালে আটক
স্বর্গীয় যাত্রাপথ!

কেউ নেই স্বপ্ন দেখানোর ভিড়ে

ডঃ আরমেদা আহমেদ।
আসাম।

আমি অন্ধ
তাই চোখে দেখে না মানুষ।
কানে শুনতে পারে
মানুষের কথার ওপর কথা-----
হৈ হাল্লা চিৎকার ব্যভিচার,
মুখ সবার কাছে
ঠোঁট খোলে না,
জিহ্বার অবিরাম কসরৎ
তাই ক্লান্ত----
দিন রাতের তফাৎ ছাড়া ভাবি,
স্বপ্নের কথা শুধু
কানে শুনি।
ছেড়ে গিয়েছে খিদে
পেট হারিয়ে।
স্বপ্ন আমাদের জন সমুদ্রের ভিড়ে।
কানে শুনে স্বপ্নের রঙ
কেউ বলে লাল
রক্তে রাঙানো শরীর তখন।
কেউ বলে সবুজ
বৃক্ষহীন দুনিয়ার
ক্রন্দন শুনি কানে।
স্বপ্ন ছাড়া প্রতি রাত
ভীষণ ভালো----
কেউ পাশে না আছে,
স্বপ্ন দেখানোর ভিড়ে।

অতৃপ্ত আত্মার সুখ-স্বপ্ন দর্শন!

রকিবুল ইসলাম।

গগনের নীলা বরণ মিশে আছে তার সুগভীর নয়নে!
প্রকৃতির অপরুপময়তা ছড়িয়ে আছে
তার সু-প্রসারিত কপলে।
সাগরের অসীমতায় প্রস্ফুটিত হয়েছে তার
মনন, প্রস্ফুটিত হয়েছে সে!
জগতের সকল কালোরা আরো নিকেশ কালো
হয়ে ঠাঁই নিয়েছে তার অনিন্দ্য সুন্দর নির্লিপ্ত
কোঠরাগত নেত্রের পাড়ে।
চন্দ্রীমা এসে তীলক এঁকেছে তার প্রশস্ত
ললাটে।
গোলাপ এঁকেছে চুমু তার মোহনীয়
মাদকতাময় ঠোঁটে।
প্রজাপতির দল বসেছে তার মস্তকে!
অপার মহিমায় ভাস্বর হয়েছে সে!
আমি নিস্পলক নেত্রে চেয়ে আছি তার
মনোহরিনী বদনে।
এ কি বাস্তব! না কি অলীক !
না কি ঘুম ভাঙা কোন স্বপ্ন!
না কি আমার অশান্ত,অবাধ্য,অবচেতন মনের
খেয়ালীপনা!
না কি স্বপ্নভূক আমার অতৃপ্ত আত্মার সুখ-স্বপ্ন
দর্শন।
আমি সবিস্ময়ে অভিভূত!

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 20-09-2026 22:18 Page 3

দেবব্রতর বাড়িতে হামলা মমতাকে নিশানা পাপিয়ার

নয়া জামানাঃ প্রাক্তন বিধায়ক দেবব্রত মজুমদারের বাড়ি ও তৃণমূলের পার্টি অফিসে হামলা এবং সিসিটিভি ভাঙচুরের অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল।দেবব্রতর দাদার উপরও হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনার প্রতিবাদে রবিবার পথে নামে মমতা তৃণমূল। নিজেদের দলীয় কার্যালয় পুনরুদ্ধার করে তারা। দেবব্রতর অভিযোগ, বিজেপি-আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই হামলার সঙ্গে যুক্ত। টলিগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী তৃণমূলকে পাল্টা নিশানা করেন। প্রতিবাদ মিছিল প্রসঙ্গে তিনি প্রশ্ন তোলেন,এরা কারা? তৃণমূল? কারা পার্টি অফিস দখল করতে যাচ্ছেন?তাঁকে জানানো হয়, মমতা তৃণমূলের সমর্থকেরা আগের দিনের ঘটনার প্রতিবাদে পথে নেমেছেন। জবাবে পাপিয়া বলেন,মমতা বলে কেউ আছেন? মমতা তো নেই, অশরীরী আত্মা।তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের অভিযোগও তোলেন বিজেপি বিধায়ক। তাঁর দাবি, দলের বহু নেতা-কর্মী ইতিমধ্যেই দল ছেড়েছেন। একই সঙ্গে তৃণমূলের বিরুদ্ধে গা-জোয়ারির অভিযোগও করেন তিনি।অন্য দিকে, দেবব্রত মজুমদার দাবি করেন, প্রায় ১০০ জন হামলা চালিয়ে বাড়িতে ভাঙচুর ও গালিগালাজ করে। তাঁর দাদাকে ধাক্কা দেওয়ার অভিযোগও করেন তিনি। হামলাকারীরা বিজেপির সঙ্গে যুক্ত বলেও দাবি তাঁর।

মলয় মজুমদারের বাড়িতে ভাঙচুর বিজেপির বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ

নয়া জামানাঃ যাদবপুরের প্রাক্তন বিধায়ক ও মেয়র পারিষদ দেবব্রত (মলয়) মজুমদার এবং ১০২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সীমা ঘোষের বাড়িতে শনিবার সন্ধ্যায় হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল। মলয় মজুমদার মমতাপন্থী হিসেবে পরিচিত। তাঁর অভিযোগ, ৩/১১ বিজয়গড়ে বাড়িতে ঢুকে দুষ্কৃতীরা ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। প্রাক্তন বিধায়কের দাদা ও বউদিকেও মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনার পর যাদবপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।মলয় মজুমদারের অভিযোগ, বিজেপি নেতা অনুপম তালুকদার ও সজল বসুর নেতৃত্বেই হামলা চালানো হয়েছে। পুরভোট না হওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ

আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত এলাকায় তৃণমূলের পার্টি অফিস খোলা যাবে না বলেও হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে তাঁর দাবি।অন্য দিকে, সীমা ঘোষের বাড়িতে ঢুকে তৃণমূলের মহিলা কর্মীদের মারধর ও শ্লীলতাহানি করা হয়েছে বলে অভিযোগ। আনন্দপল্লি, বিজয়গড়, বাঘাযতীন ডি ব্লক-সহ চারটি তৃণমূল কার্যালয়ে প্রথমে ভাঙচুর এবং পরে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। হামলাকারীরা পুরভোট পর্যন্ত ঘর থেকে না বেরোনোর হুমকি দিয়েছে বলেও দাবি।সীমা ঘোষের অভিযোগ, বিজেপি বা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে মুখ না খোলার পাশাপাশি অবিলম্বে এলাকা ছাড়ার জন্যও হুমকি দেওয়া হয়েছে।যদিও বিজেপির দাবি, ঘটনার সঙ্গে দলের কেউ জড়িত নয়। তাদের বক্তব্য, জনরোষ থেকেই এমন ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। অভিযোগগুলির স্বাধীন ভাবে সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

বাগুইআটিতে ফাঁকা বাড়িতে লুট শয্যাশায়ী যুবককে খুনের অভিযোগ

নয়া জামানা,কলকাতাঃ রবিবার ভরদুপুরে বাগুইআটিতে ফাঁকা বাড়িতে ঢুকে শয্যাশায়ী এক যুবককে খুন করে লুটপাট চালানোর অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। মৃতের নাম বলরাম রাজবংশী। তাঁর কপালে একাধিক আঘাতের চিহ্ন মিলেছে। বাড়ির পোষ্য কুকুরটিকেও পাশের ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে অসুস্থতার কারণে শয্যাশায়ী ছিলেন বলরাম।

তাঁর মা পরিচারিকার কাজ করেন। বাবা ও দাদা মাছের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। রবিবার সকাল ৭টা নাগাদ পরিবারের সদস্যেরা কাজে

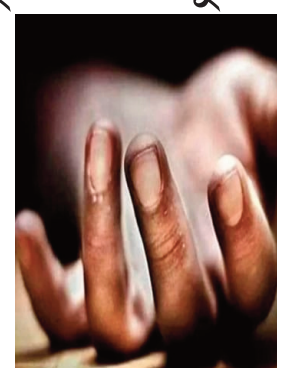

বেরিয়ে যান। বাড়িতে একা ছিলেন বলরাম। সঙ্গে ছিল পরিবারের পোষ্য কুকুরটি।দুপুরে কাজ থেকে ফিরে বলরামের মা বাড়ির দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে দেখেন, বিছানার উপর রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে ছেলে। ঘরের বিভিন্ন জিনিসপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। আলমারিও খোলা অবস্থায় দেখা যায়। পাশের ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল পোষ্য কুকুরটিকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।পরিবারের দাবি, বাড়ি থেকে প্রায় দুলক্ষ টাকা নগদ এবং সোনার গয়না খোয়া গিয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, লুটের উদ্দেশ্যেই ফাঁকা বাড়িতে ঢুকেছিল দুষ্কৃতীরা। ঘটনাটি যাতে প্রতিবেশীদের নজরে না আসে, সে জন্য পোষ্য কুকুরটিকে অন্য ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল বলে তদন্তকারীদের অনুমান। লুটের সময় বাধা দেওয়ায় বলরামের উপর হামলা করা হয় কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দুষ্কৃতীদের সন্ধানে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

ফুটপাথে পার্কিং নয়, ট্রোলের জবাব অগ্নিমিত্রার

নয়া জামানাঃ ফুটপাথ থাকবে ফুটপাথের মতোই। সেখানে কোনও বেআইনি দোকান নয়, নয় পার্কিংও। শহরকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল রাখতে এমনই বার্তা বারবার দিয়েছেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। শহরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি, নিয়ম ভাঙলে কখনও ধমক, কখনও আবার প্রয়োজনীয় পরামর্শও দিতে দেখা যায় তাঁকে। সম্প্রতি বাজারের ভিতরে দোকানের সামনে সাইকেল রাখা নিয়ে তাঁর আপত্তির একটি ভিডিয়ো সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়। সেই ভিডিয়ো ঘিরে ট্রোলের মুখেও পড়তে হয় মন্ত্রীকে। এ বার সেই ট্রোলেরই জবাব দিলেন অগ্নিমিত্রা। মন্ত্রী বলেন,বাজারের ভিতর সাইকেল ঢুকিয়ে রেখে দিচ্ছে। আমার বক্তব্য, যেখানে দোকান রয়েছে, সেখানে সাইকেল রাখবেন না। আমায় ট্রোল করে বলছে, সাইকেল কি মাথায় রাখব? কেন

মাথায় রাখবেন? বাজারের বাইরে তো পার্কিং রয়েছে, সেখানে রাখুন।অগ্নিমিত্রার বক্তব্য, যেখানে-সেখানে সাইকেল, মোটরবাইক কিংবা গাড়ি পার্কিং করা যাবে না। নির্দিষ্ট পার্কিংয়ের ব্যবহার করতে হবে। নিয়ম না মানলে জরিমানার কথাও আগেই জানিয়েছিলেন তিনি। সেই কারণেই বাজারের ভিতরে দোকানের সামনে যানবাহন রাখা নিয়ে আপত্তি তাঁর।ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োয় মন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়,সাইকেলটা কার? থানায় জমা নেব? বাজারের মধ্যে সাইকেল রাখার জায়গা? কী ভেবেছ, যা খুশি তাই করবে? এটা আগের সরকার নয় যে একটা ঝান্ডা ধরে নিলাম, তার পর যা খুশি তাই করব।সামাজিক মাধ্যমে ভিডিয়োটি নিয়ে নানা মন্তব্যের পর এ বার ট্রোলারদের উদ্দেশেই নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন পুরমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, শহরকে পরিচ্ছন্ন ও যানজটমুক্ত রাখতে নিয়ম মেনে চলাই প্রয়োজন।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 20-09-2026 22:18 Page 4

সম্পাদকীয়

২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। রবিবার

নিম্নচাপের ভ্রুকুটি

বঙ্গোপসাগর আবার চোখ রাঙাচ্ছে।আকাশের নীলের আড়ালে তৈরি হচ্ছে অস্থিরতার নতুন চিত্র।উত্তর আন্দামান সাগরের উপর ঘুরপাক খাওয়া উচ্চ বায়ুমণ্ডলীয় ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপ অঞ্চলে পরিণত হয়েছে।এখনও ঘূর্ণিঝড়ের ঘোষণা নেই।কিন্তু প্রকৃতির খাতায় সব হিসাব যে এত তাড়াতাড়ি মেলে না তা বঙ্গোপসাগর বারবার বুঝিয়েছে।তাই নিম্নচাপের এই শক্তি সঞ্চয়কে হালকা করে দেখারও অবকাশ নেই।আপাতত আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস গভীর নিম্নচাপ পর্যন্ত। ২১ সেপ্টেম্বর পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপর সিস্টেমটির শক্তি বাড়ার সম্ভাবনা।২২ সেপ্টেম্বর সেটি পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরের দিকে এগিয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে।তারপর পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে ২৩ সেপ্টেম্বর সকালে দক্ষিণ ওড়িশা ও উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের কাছাকাছি পৌঁছনোর সম্ভাবনা রয়েছে।কিন্তু আসল গল্প শুধু সমুদ্রের উপর নয়।তার ঢেউ এসে পড়তে পারে দক্ষিণবঙ্গের আকাশেও।নিম্নচাপ উপকূলের দিকে যত এগোবে, বঙ্গোপসাগর থেকে তত বেশি জলীয় বাষ্প ঢুকতে পারে স্থলভাগে।আর সেই জলীয় বাষ্পই মেঘের পেটে জমাবে বৃষ্টির বারুদ।কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের আকাশে তাই আগামী কয়েক দিনে বদলের ইঙ্গিত স্পষ্ট।রবিবার ও সোমবার বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি দিয়ে শুরু হলেও ২৩ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর বৃষ্টির দাপট বাড়তে পারে।কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি, কোথাও ভারী বর্ষণ, সঙ্গে দমকা হাওয়া দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার ছবিটা তখন বেশ অন্যরকম হতে পারে।সবচেয়ে বেশি নজর উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে। কারণ সমুদ্রের কাছাকাছি থাকা অঞ্চলগুলিই প্রথম অনুভব করে নিম্নচাপের শক্তির পরিবর্তন।ভারী বৃষ্টি হলে নিচু এলাকা জলমগ্ন হতে পারে। দমকা হাওয়া বাড়লে ব্যাহত হতে পারে স্বাভাবিক জনজীবন।আর শহর কলকাতার ক্ষেত্রে জল জমা, যানজট ও নিত্যযাত্রার ভোগান্তির পুরনো আশঙ্কাও ফের মাথা তুলতে পারে।তবে আতঙ্ক ছড়ানোর সময় এখনও আসেনি।বরং এখন প্রয়োজন সতর্ক চোখে পরিস্থিতি দেখা।ঘূর্ণিঝড় হবে কি না এই প্রশ্নটিই এখন সবচেয়ে বেশি ঘুরছে। আবহাওয়াবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য অনুযায়ী,সিস্টেমটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।সেই পর্যায়ে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় প্রায় ৬০ কিলোমিটার বা তার বেশি হতে পারে।অর্থাৎ শক্তির বিচারে সিস্টেমটি ঘূর্ণিঝড়ের কাছাকাছি পৌঁছতে পারে। কিন্তু ঘূর্ণিঝড়ে রূপান্তর নিশ্চিত এমন কথা এখনও বলছে না আবহাওয়া দফতর।এটাই প্রকৃতির খেলা। আবহাওয়ার মানচিত্রে একটি ছোট্ট ঘূর্ণাবর্ত কখন যে শক্তির চরিত্র বদলে ফেলবে তা সবসময় আগেভাগে বলা যায় না।সমুদ্রের তাপমাত্রা, বাতাসের গতিপথ,বায়ুমণ্ডলের পরিস্থিতি একাধিক উপাদান ঠিক করে দেয় নিম্নচাপের পরিণতি।তাই আজকের পূর্বাভাস আগামীকালের বুলেটিনে বদলে যেতেই পারে।কলকাতা অবশ্য শনিবারও ছিল আর্দ্রতার দাপটে হাঁসফাঁস। বৃষ্টি নেই, অথচ অস্বস্তির কমতি নেই।এবার সেই অস্বস্তির সঙ্গে যোগ হতে পারে বৃষ্টির দীর্ঘশ্বাস।শহরের কোনও প্রান্তে মেঘ জমবে, কোথাও আচমকা নামবে বৃষ্টি, আবার কিছুক্ষণ পরেই হয়তো ভেঙে যাবে মেঘের আসর। দক্ষিণবঙ্গের বর্ষার শেষ পর্ব যেন ফের নিজের শেষ অঙ্কটি লিখতে বসেছে।প্রকৃতির এই বার্তা তাই উপেক্ষা করার নয়।বিশেষ করে উপকূলবর্তী মানুষের জন্য নয়। প্রশাসনের প্রস্তুতি,নিচু এলাকার পরিস্থিতি, নদী-সমুদ্রের জলস্তর এবং দুর্যোগ মোকাবিলার ব্যবস্থার উপর নজর রাখা জরুরি। সাধারণ মানুষেরও গুজব নয়, নির্ভর করতে হবে সরকারি পূর্বাভাসের উপর।কারণ নিম্নচাপ মানেই ঘূর্ণিঝড় নয়।কিন্তু নিম্নচাপের সম্ভাব্য শক্তিকে অবহেলা করাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ-বিপ্লবী ও আধ্যাত্মিক জীবন

মুহাম্মদ নাসেরউদ্দিন আব্বাসী

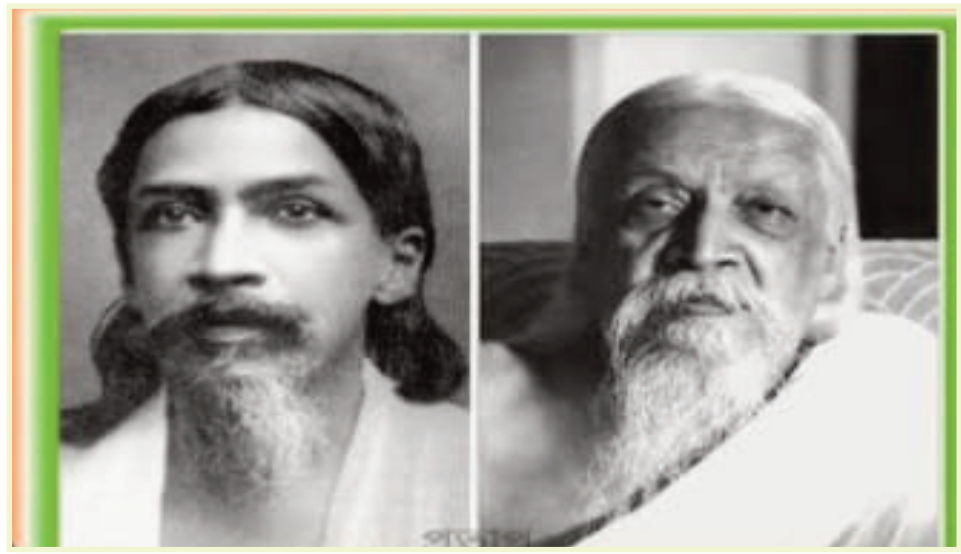

ভারতীয় বাঙালি রাজনীতিক, দার্শনিক,যোগ এবং আধ্যাত্মিক গুরু,
কবি ও জাতীয়তাবাদী, সাংবাদিক, স্বাধীনতা সংগ্রামী , অধ্যাপক ১৮৭২ সালের ১৫ আগস্ট কলকাতায় জন্মগ্রহন করেন।পৈতৃক আবাস হুগলি জেলার কোন্নোগর।তাঁর পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ,মাতা স্বর্ণলতা ছিলেন রাজনারায়ণ বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা।ভ্রাতা বারীন ঘোষ,মনোমোহন ঘোষ, বিনয় ঘোষ, ভগ্নি- সরোজিনী দেবী। নিঃসন্তান।পত্নী মৃণালিনী দেবীপিতা অরবিন্দকে প্রথমে দার্জিলিঙে ইংরেজি স্কুলে এবং পরে বিলেতে সেন্ট পলস স্কুলে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তিনি কেমব্রিজ থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কিংস কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৮৯০ সালে অরবিন্দ ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, কিন্তু শিক্ষানবিশকালে অশ্বচালনা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করায় সরকারি চাকরি থেকে বঞ্চিত হন।বিলেতে থাকা অবস্থায় অরবিন্দ সংবাদপত্রের মাধ্যমে ভারতে ব্রিটিশ অপশাসনের কথা জানতে পেরে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তখন থেকেই তাঁর অন্তরে ভারতকে বিদেশি শাসনমুক্ত করার বাসনা জাগ্রত হয়। তিনি ১৮৯৩ সালে দেশে ফিরে বরোদা এস্টেটে চাকরিতে যোগদান করেন। ১৯০০ সালে বরোদা কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক এবং ১৯০৪ সালে অধ্যক্ষ হন। অরবিন্দ বরোদায় বিপ্লবী গুপ্ত সংগঠনের সংস্পর্শে আসেন এবং ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে বিপ্লবীমন্ত্রে দীক্ষিত করে দল গঠনের জন্য বাংলায় প্রেরণ করেন। এই সময় স্বরাজ আন্দোলন-এর সূচনা হলে অরবিন্দ সমর্থন করেন।

তার রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্মপন্থার তিনটি মহৎ দিক ছিল এক. গুপ্ত বৈপ্লবিক প্রচারকার্য চালানো এবং সশস্ত্র বিদ্রোহের হেতু সংগঠন গড়ে তোলা; দুই. সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করার অভিপ্রায়ে প্রচারকার্য চালানো এবং তিন. অসহযোগ ও প্রতিরোধের মাধ্যমে বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত করা।

ব্রিটিশ শাসনের কঠোর দমননীতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে বাংলায় সন্ত্রাসবাদ গড়ে উঠলে অরবিন্দ আপস নয় (১৯০৩) নামে একটি বই লিখে বিপ্লবী দলের সদস্যদের মধ্যে গোপনে প্রচার করেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলে বরোদার চাকরি ত্যাগ করে তিনি বাংলায় আসেন এবং জাতীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯০৬ সালে কলকাতায় জাতীয় কলেজের (বর্তমান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) প্রথম অধ্যক্ষ ও বিপিনচন্দ্র পালের বন্দেমাতরম্ ইংরেজি সংবাদপত্রের সম্পাদক হন। এই পত্রিকায় জনৈক পাঠকের রাজদ্রোহী বক্তব্য প্রকাশিত হলে ১৯০৭ সালে অরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্র পাল অভিযুক্ত হন।

বিপিনচন্দ্রের ছয়মাস জেল হয় এবং অভিযোগ প্রমাণ না হওয়ায় অরবিন্দ মুক্তি পান। পাঁচ বছর (১৯০৬-১৯১০) সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িত থেকে তিনি কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী নেতা ও বিপ্লবী দলের অগ্রনায়ক হিসেবে সুপরিচিত হন।

১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল ম্যাজিস্ট্রেট কিংস ফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশ্যে বোমা নিক্ষেপ হলে রেলগাড়ির আরোহী দুজন ইউরোপীয় মহিলা নিহত হয়। এই অপরাধে ৩ মে অরবিন্দকে গ্রেফতার করা হয় এবং ৯ মে পুলিশ অস্ত্রশস্ত্র, বোমা ও অন্যান্য কাগজপত্র-সহ বারীন ঘোষ ও তাঁর সঙ্গীদের গ্রেফতার করে। তাঁদের সকলের বিরুদ্ধে আলিপুর বোমা মামলা শুরু হয়। মামলার রায়ে কারও কারও শাস্তি হয়, কিন্তু অরবিন্দ শেষপর্যন্ত নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে মুক্তি পান (৬ মে ১৯০৯)।

> ভারতীয় বাঙালি রাজনীতিক, দার্শনিক,যোগ এবং আধ্যাত্মিক গুরু, কবি ও জাতীয়তাবাদী, সাংবাদিক, স্বাধীনতা সংগ্রামী , অধ্যাপক ১৮৭২ সালের ১৫ আগস্ট কলকাতায় জন্মগ্রহন করেন।পৈতৃক আবাস হুগলি জেলার কোন্নোগর।তাঁর পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ, মাতা স্বর্ণলতা ছিলেন রাজনারায়ণ বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা।ভ্রাতা বারীন ঘোষ,মনোমোহন ঘোষ, বিনয় ঘোষ, ভগ্নি- সরোজিনী দেবী। নিঃসন্তান। পত্নী মৃণালিনী দেবীপিতা অরবিন্দকে প্রথমে দার্জিলিঙে ইংরেজি স্কুলে এবং পরে বিলেতে সেন্ট পলস স্কুলে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তিনি কেমব্রিজ থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কিংস কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৮৯০ সালে অরবিন্দ ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, কিন্তু শিক্ষানবিশকালে অশ্বচালনা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করায় সরকারি চাকরি থেকে বঞ্চিত হন।বিলেতে থাকা অবস্থায় অরবিন্দ সংবাদপত্রের মাধ্যমে ভারতে ব্রিটিশ অপশাসনের কথা জানতে পেরে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তখন থেকেই তাঁর অন্তরে ভারতকে বিদেশি শাসনমুক্ত করার বাসনা জাগ্রত হয়। তিনি ১৮৯৩ সালে দেশে ফিরে বরোদা এস্টেটে চাকরিতে যোগদান করেন।

জেলে থাকা অবস্থায় অরবিন্দের জীবনে পরিবর্তন শুরু হয়। তিনি আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ১৯১০ সালে রাজনীতি ত্যাগ করে পন্ডিচেরী গমন করেন এবং সনাতন ধর্ম প্রচার ও আশ্রম প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োজিত হন। এভাবেই বিপ্লবী অরবিন্দ 'ঋষি অরবিন্দে' পরিণত হন। পন্ডিচেরিতে অরবিন্দ যোগসাধনা নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন এবং বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকায় নিয়মিত যোগসাধনা ও হিন্দুধর্ম-বিষয়ক রচনা প্রকাশ করেন। তিনি বেদ, উপনিষদ,

ষড়দর্শন, গীতা, পুরাণ প্রভৃতি হিন্দুধর্মীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করে প্রাচীন ভারতের ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। অরবিন্দের দার্শনিক চিন্তার মূল্যায়ন -- এক. সবকিছু ব্রহ্ম থেকে জাত এবং ব্রহ্মেই লয় প্রাপ্ত হচ্ছে, এ চক্র চিরন্তন; দুই. জীবন ও মৃত্যু একই চক্রের দুটি দিক, এটি আত্মার পুনরুজ্জীবন; তিন. বিশ্বজগতের যা শাশ্বত নীতি তা-ই মানবাত্মা ও নিখিল প্রকৃতির পরিণাম নির্ধারণ করে চার মানমের লক্ষ্য হলোদিব্যজীবন, যা ব্রহ্মে মিশে যায়; আত্মজ্ঞানের মাধ্যমেই সে দিব্যজীবনের সন্ধান পাওয়া যায়।

অরবিন্দ শেষজীবন পন্ডিচেরির আশ্রমে অতিবাহিত করেন। এই সময় তিনি ধর্ম, দর্শন ও ভারতীয় সংস্কৃতির ওপর বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা ৩৮। সেইগুলির অধিকাংশই ইংরেজিতে রচিত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে Essays on the Gita– The Foundations of Indian Culture– The Life Divine S1939V– Savitri S1950V– Mother India– The Age of Kalidasa– The Significance of Indian Art– Lights on Yoga– A System of National Education– The Renaissance in India– Speeches of Aurovin-ত্মথ। বাংলায় প্রকাশিত তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা হলো ভারতের নবজন্ম (১৯১৫), পন্ডিচেরীর পত্র (১৯২১), কারা কাহিনী (১৯২১), ধর্ম ও জাতীয়তা (১৯৩১), যোগ-সাধনার ভিত্তি (১৯৪২), ভারতে রাষ্ট্রনীতিক প্রতিভা প্রভৃতি।১৯৫০ সালের ৫ ডিসেম্বর পন্ডিচেরিতে প্রয়াত হন।পন্ডিচেরি আশ্রমের অভ্যন্তরে সমাহিত করা হয়।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 20-09-2026 22:18 Page 5

অ্যাবাকাস এখন আপনার শহরে

জাতীয় স্তরে নজর কাড়ল আড়াইডাঙ্গা

কাজী নজরুল একাডেমি মিশন

নয়া জামানা, মালদা ঃ গ্রামের স্কুল মানেই কি মেধা ও ফলাফলের দিক থেকে শহরের চেয়ে পিছিয়ে থাকা? দশকের পর দশক ধরে চলা এই চেনা ধারণাকেই যেন নতুন করে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল মালদার আড়াইডাঙ্গা কাজী নজরুল একাডেমি মিশন। জাতীয় স্তরের কঠিন অঙ্ক প্রতিযোগিতা থেকে শুরু করে সৃষ্টিশীল অঙ্কন প্রতিযোগিতা; জোড়া ক্ষেত্রে পড়ুয়াদের এমন নজরকাড়া ও অভাবনীয় সাফল্য গ্রামবাংলার শিক্ষাব্যবস্থায় এক নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে। এই অসামান্য সাফল্যে এখন চরম উচ্ছ্বসিত মিশন কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক এবং সমগ্র এলাকাবাসী।কলকাতা মাইন্ড মান্ত্রা অ্যাবাকাস-এর পরিচালনায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে 'ন্যাশনাল বিগেস্ট ম্যাথ কম্পিটিশন'। সর্বভারতীয় স্তরের এই প্রতিযোগিতার মর্যাদাপূর্ণ সিটি রাউন্ডে অংশ নিয়েছিল আড়াইডাঙ্গা কাজী নজরুল একাডেমি মিশনের বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী। শহরের সেরা সেরা নামী ও দামি প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগীদের সাথে সরাসরি পাল্লা দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা যা ফলাফল করেছে, তা এক কথায় অসাধারণ। অঙ্কের জটিল ধাঁধা কিংবা দ্রুত গণনার ক্ষেত্রে খুদে পড়ুয়াদের নির্ভুল ও চটজলদি উত্তর বিচারকদেরও স্তম্ভিত করে দিয়েছে। শুধু অঙ্কের জটিল ছক ভাঙাই নয়, এর পাশাপাশি আয়োজিত অঙ্কন প্রতিযোগিতাতেও মিশনের একাধিক পড়ুয়া তাদের অসাধারণ শিল্পকর্মের মাধ্যমে সেরা স্থান ছিনিয়ে নিয়েছে। এই জোড়া সাফল্য গ্রামের অন্যান্য পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের মনেও নতুন করে আত্মবিশ্বাস ও এগিয়ে যাওয়ার তাগিদ জুগিয়েছে।দীর্ঘদিন ধরে সমাজ ও শিক্ষামহলে একটি প্রচলিত মানসিকতা তৈরি হয়েছে যে, আধুনিক শিক্ষা বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সেরা প্রশিক্ষণ কেবল বড় শহরের পরিকাঠামোতেই সম্ভব। কিন্তু গ্রামের এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পড়ুয়াদের এমন যুগান্তকারী ফলাফল পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, উপযুক্ত সুযোগ, সঠিক পথপ্রদর্শন এবং আধুনিক প্রশিক্ষণ পেলে প্রতিভার বিকাশে গ্রামের মাটিও কোনো অংশে পিছিয়ে নেই। শহরের আধুনিক সুযোগ-সুবিধার বাইরে থেকেও সঠিক পরিচর্যা পেলে গ্রামের মেধাও যে দেশের যেকোনো প্রান্তের প্রতিযোগীকে টেক্কা দিতে পারে, তা আরও একবার প্রমাণিত হল।শিক্ষাবিদদের মতে, আড়াইডাঙ্গা কাজী নজরুল একাডেমি মিশন কেবল প্রথাগত বইয়ের পাতায় শিক্ষাদানকে সীমাবদ্ধ রাখে নি। শুধুমাত্র পরীক্ষার খাতার ভালো নম্বরের জন্য পড়াশোনা নয়; বরং পড়ুয়াদের মেধা বিকাশ, নিজস্ব সৃজনশীলতা প্রকাশ এবং আধুনিক প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা গড়ে তোলার লক্ষ্যেই নিয়মিত নানা ব্যতিক্রমী শিক্ষামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করে আসছে এই প্রতিষ্ঠান। সচরাচর দেখা যায়, অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর মনে ছোটবেলা থেকেই অঙ্কের প্রতি এক ধরনের ভয় বা ভীতি তৈরি হয়। সেই অমূলক ভয় দূর করে যুক্তিবোধ, বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাধারা এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বাড়ানোর ওপর জোর দিচ্ছে মিশন। এই লক্ষ্যেই এবাকাস প্রশিক্ষণের মতো আধুনিক পদ্ধতিকে শিক্ষার অঙ্গ করে তোলা হয়েছে। একই সাথে ছবি আঁকা ও অন্যান্য নান্দনিক চর্চার মাধ্যমে শিশুদের ভেতরের সুপ্ত সৃজনশীল প্রতিভাকেও সমপরিমাণ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।মিশনের এই ধারাবাহিক প্রচেষ্টার সুফল মিলছে হাতেনাতে। এবারের প্রতিযোগিতায় মিশনের মোট ১৪৫ জন ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কৃত হয়েছে। একটি গ্রাম্য প্রতিষ্ঠান থেকে একসঙ্গে ১৪৫ জন পড়ুয়ার এই জাতীয় স্তরের সম্মান অর্জন এক বিরল ও গর্বের মুহূর্ত তৈরি করেছে পুরো মালদা জেলার জন্য। খুদে শিক্ষার্থীদের হাতে যখন পুরস্কারের ট্রফি ও প্রশংসাপত্র তুলে দেওয়া হচ্ছিল, তখন পুরো প্রাঙ্গণে আনন্দের জোয়ার ভেসে যায়। অভিভাবকদের চোখে দেখা যায় আত্মতৃপ্তি ও আনন্দের অশ্রু।সাফল্যের এই ধারাবাহিকতাকে ধরে রেখে এবং আগামী দিনের ভবিষ্যৎদের আরও সুন্দরভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আড়াইডাঙ্গার পুখুরিয়ায় অবস্থিত এই মিশনে বর্তমানে নতুন শিক্ষাবর্ষের ভর্তি প্রক্রিয়া জোরকদমে চলছে। প্রতিষ্ঠানের বিশেষ পরিকাঠামোর অংশ হিসেবে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শুধুমাত্র ছাত্রীদের জন্য নিরাপদ ও উন্নত মানের আবাসিক বিভাগে ভর্তির ফর্ম বিতরণ শুরু হয়েছে। পড়াশোনার পাশাপাশি মেয়েদের নিরাপত্তা, সুস্বাস্থ্য ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপনের সবরকম আধুনিক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এই আবাসে।গ্রামের বুক থেকে সাফল্যের এমন নতুন গল্প তৈরি হওয়া নিয়ে পুরো এলাকা এখন গর্বিত। আড়াইডাঙ্গা কাজী নজরুল একাডেমি মিশনের এই জয় যেন বার্তা দিচ্ছে যে, ইচ্ছা আর সঠিক প্রশিক্ষণ থাকলে কোনো বাধাই বড় হয়ে দাঁড়াতে পারে না। এই অভূতপূর্ব ফল প্রসঙ্গে মিশনের কর্ণধার, প্রতিষ্ঠাতা তথা প্রধান শিক্ষক আব্দুল সালাম জুয়েল আবেগঘন কণ্ঠে জানান, এই বড় অর্জন কোনো অলৌকিক বিষয় নয়, এটি ধারাবাহিক কঠোর পরিশ্রমের ফল। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঠিক দিকনির্দেশনা এবং ছাত্র-ছাত্রীরা যে আন্তরিকতার সাথে নিজেদের প্রস্তুতি নিয়েছিল, তারই ফলশ্রুতিতে আজ এত বড় সাফল্য পাওয়া সম্ভব হয়েছে। আগামী দিনেও গ্রামের এই প্রতিভাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দিতে তাদের মিশন একইভাবে কাজ করে যাবে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 20-09-2026 22:18 Page 6

দিঘায় লিটফিউশন মিটে মিজানুর

রহমানের নতুন বই প্রকাশ

বইপ্রেমীদের তুমুল উৎসাহ

নয়া জামানা, পূর্ব মেদিনীপুর ঃ বই প্রকাশ! পূর্ব মেদিনীপুরের নিউ দিঘার দিঘা সায়েন্স সেন্টার অডিটোরিয়ামে এক অপূর্ব উৎসবমুখর ও আনন্দঘন পরিবেশে সাড়ম্বরে সম্পন্ন হল 'অল বেঙ্গল ইয়ুথ কালচারাল কাউন্সিল'-এর প্রথম বর্ষের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উৎসব 'ওয়েস্ট বেঙ্গল লিটফিউশন মিট ২০২৬'। রবিবার আয়োজিত এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল বিশিষ্ট লেখক মিজানুর রহমানের নতুন গ্রন্থ 'কাঁটাতারে ফোটা গোলাপ'-এর আনুষ্ঠানিক উন্মোচন। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলা সাহিত্যচর্চায় তরুণ ও প্রথিতযশা লেখকদের এক মঞ্চে এনে এমন সুবিশাল আয়োজন দিঘার উপকূলীয় অঞ্চলে এক নতুন সাংস্কৃতিক অধ্যায়ের সূচনা করল বললেই চলে।

অনুষ্ঠান পরিচালনা ও সার্বিক রূপায়ণের পেছনে উৎসব কমিটির সম্পাদক সুবর্ণ সিং এবং চেয়ারপার্সন সৌরভ বিশাইয়ের অবদান ছিল চোখে পড়ার মতো। তাঁদের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, বাংলার ২৩টি জেলা থেকে আসা প্রায় ১০০ জন প্রথিতযশা ও উদীয়মান কবি, লেখক, আবৃত্তিকার এবং সঙ্গীতশিল্পীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে পুরো অডিটোরিয়াম প্রাঙ্গণ যেন সাহিত্যিকদের এক মিলনমেলায় রূপান্তরিত হয়। সারাদিন ধরে চলা এই আয়োজনে ছন্দে-সুরে মেতে উঠেছিলেন উপস্থিত গুণীজনরা।

কবিতা পাঠ, মননশীল নৃত্য পরিবেশনা, সুরের মূর্ছনায় ভরা গান এবং প্রাণবন্ত আবৃত্তির কোলাহলে পুরো পরিবেশ হয়ে উঠেছিল অনন্য ও প্রাণবন্ত।কেবল নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচনই নয়, এর পাশাপাশি সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ ও অসামান্য অবদানের জন্য রাজ্যের একাধিক গুণীজনকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। আয়োজক সংগঠনের এই উদ্যোগ প্রবীণদের সম্মান জানানোর পাশাপাশি নবীনদেরও অনুপ্রাণিত করেছে। উৎসবের মূল আহ্বায়ক সায়ন্তী পাল এই প্রসঙ্গে জানান, আজকের ডিজিটাল যুগে যখন বই পড়ার অভ্যাস কিছুটা স্তিমিত, সেখানে দাঁড়িয়ে নতুন নতুন প্রতিভাকে সঠিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দেওয়া এবং পাঠকদের সঙ্গে লেখকদের সরাসরি মেলবন্ধন ঘটানোই ছিল এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য ও অঙ্গীকার।দিনের দ্বিতীয় পর্বে বিকেল ৩টের সময় অডিটোরিয়ামের মূল মঞ্চে এক বিশেষ আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এদিন মিজানুর রহমানের বহুল চর্চিত গ্রন্থ 'কাঁটাতারে ফোটা গোলাপ' সহ মোট ১০টি নতুন বইয়ের আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচন সম্পন্ন হয়। একের পর এক নতুন বইয়ের আত্মপ্রকাশ উদযাপনে উপস্থিত দর্শক ও বইপ্রেমীদের করতালিতে মুখরিত হয়ে ওঠে প্রেক্ষাগৃহ।মোড়ক উন্মোচনের পরপরই উৎসব প্রাঙ্গণে আসা সাহিত্যপ্রেমী ও পাঠকদের মধ্যে মিজানুর রহমানের 'কাঁটাতারে ফোটা গোলাপ' বইটি নিয়ে ব্যাপক উদ্দীপনা ও আলোড়ন দেখতে পাওয়া যায়।

বইয়ের বিষয়বস্তু এবং লেখকের পরিচিতি পাঠকদের মধ্যে বাড়তি আগ্রহের জন্ম দিয়েছিল। উৎসব কমিটির তরফ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে যে, উন্মোচনের প্রথম দিনেই আয়োজিত সাময়িক গ্রন্থ বিপণন কেন্দ্রে এই বইটির রেকর্ডসংখ্যক কপি বিক্রি হয়েছে, যা বর্তমান সময়ে যে কোনো নতুন বইয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক এক ঘটনা।সব মিলিয়ে দিঘার সমুদ্রতীরে আয়োজিত এই 'ওয়েস্ট বেঙ্গল লিটফিউশন মিট ২০২৬' কেবল একটি সাধারণ অনুষ্ঠান হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং তা রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে থাকা লেখক ও সাহিত্যপ্রেমীদের এক বৃহৎ মিলনতীর্থে পরিণত হয়েছিল। আয়োজকদের আশা, আগামী দিনগুলোতেও 'অল বেঙ্গল ইয়ুথ কালচারাল কাউন্সিল' তাদের এই সাংস্কৃতিক যাত্রা অব্যাহত রাখবে এবং বাংলা সাহিত্যকে আরও উঁচুতে তুলে ধরতে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাবে।

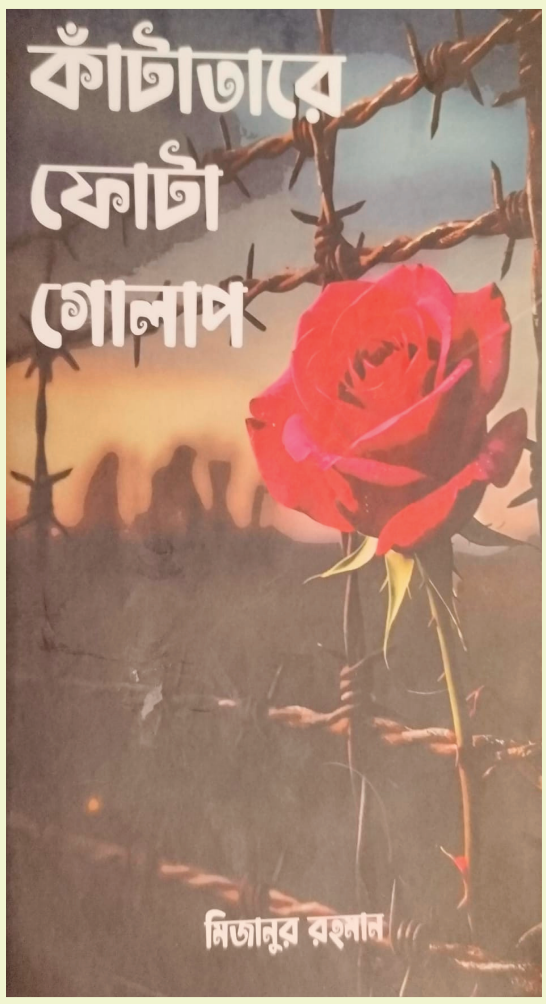

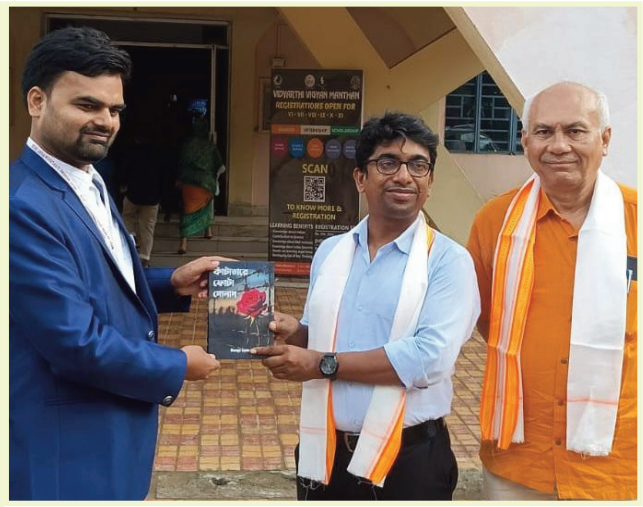

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 20-09-2026 22:18 Page 7

যুদ্ধ থামাতে ইরানের ৭ শর্ত, মধ্যপ্রাচ্যে বি-১বি বোমারু পাঠাল আমেরিকা

নয়া জামানাঃ গত ৭ মাস ধরে যুদ্ধ চলছে আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে। একাধিকবার তা বন্ধের চেষ্টা হলেও সফল হয়নি। এই পরিস্থিতিতে সংঘর্ষবিরতিতে আমেরিকাকে ৭ শর্ত দিল ইরান। পাশাপাশি, তারা হুঁশিয়ারি দিয়েছে, ওয়াশিংটনের কাছে আর কোনও উপায় নেই। অন্যদিকে, এহেন উত্তেজনার মাঝেই মধ্যপ্রাচ্যে উড়ন্ত দানব অর্থাৎ বি-১বি বোমারু যুদ্ধবিমান পাঠালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।একাধিক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, যুদ্ধে ইতি টানতে সম্প্রতি মধ্যস্থতাকারী কাতারের মাধ্যমে আমেরিকার কাছে সাতটি শর্ত তুলে ধরেছে তেহরান। একইসঙ্গে তাদের সতর্কবার্তা, ওয়াশিংটন যদি এই শর্ত প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে ইরান আরও বড় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সচিব মোহসেন রেজায়ি জানিয়েছেন, তাঁরা এখন ট্রাম্পের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন। আমেরিকাকে দেওয়া শর্তে বলা হয়েছে, সমস্ত পক্ষ থেকে যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে, ইরানের ফ্রিজ করা অর্থ মুক্ত করতে হবে এবং তেহরানের চারপাশ থেকে প্রত্যাহার করতে হবে নৌ-অবরোধ ইত্যাদি।সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত মাসে একটি দু দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত মউয়ের মেয়াদ শেষের পর থেকেই ইরান-আমেরিকার মধ্যে আলোচনা পুনরায় শুরুর লক্ষ্যে কাজ করছে কাতার ও পাকিস্তান। শুধু তাই নয়, উপসাগরীয় দেশগুলিও যুদ্ধের অবসান চাইছে। বলে রাখা ভালো, ট্রাম্প আবার ইঙ্গিত দিয়েছেন, আমেরিকায় মধ্যবর্তী নির্বাচন (মিড টার্ম ইলেকশন) শেষ হলেই ইরান যুদ্ধে ইতি টানবেন তিনি।এদিকে ইরানের শর্ত চাপানোর পরই ব্রিটেনের ঘাঁটি থেকে আমেরিকার একটি বি-১বি বোমারু যুদ্ধবিমানকে উড়তে দেখা গিয়েছে। সূত্রের খবর, সেটি মধ্যপ্রাচ্যের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। একাধিক ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, ব্রিটেনের আরএএফ ফেয়ারফোর্ড ঘাঁটি থেকে সেটি টেক অফ করছে। এখান থেকে আকাশ পথে ইরান ছয় থেকে আট ঘণ্টার পথ। তবে বিমানটি কোন অভিযানে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি।

হুব্বলিতে অসুস্থ অমিত শাহ বাতিল একাধিক কর্মসূচি

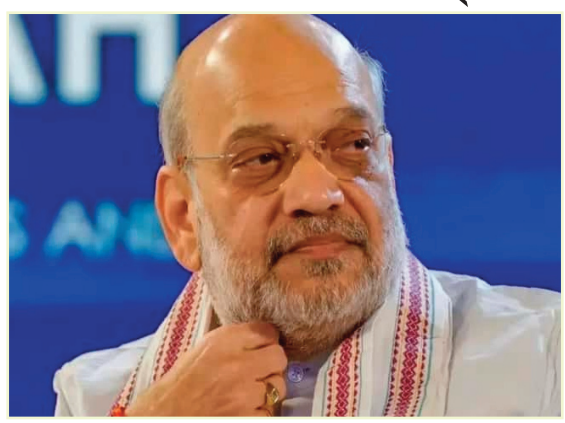

নয়া জামানা ঃ কর্নাটক সফরের মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার হুব্বলিতে নির্ধারিত সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেননি তিনি।চিকিৎসকদের পরামর্শে হোটেলেই বিশ্রাম নেন শাহ। পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী জানান, খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণে বমি হওয়ায় দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তবে বর্তমানে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন বলে জানান জোশী।এদিন রাতে হুব্বলিতে পৌঁছন শাহ। শনিবার গব্বুরে কেএলই জগদগুরু গঙ্গাধর মহাস্বামীগলু মুরুশাভিরমঠ মেডিক্যাল কলেজের নতুন শিক্ষাভবন এবং ১২০০ শয্যার কেএলই হাসপাতাল ও মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টারের উদ্বোধন করার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু সকালে অসুস্থতার খবর সামনে আসায় অনুষ্ঠানে যোগ দেননি তিনি। চিকিৎসকদের পরামর্শে হোটেলেই বিশ্রাম নেন।শাহের অনুপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করেন প্রহ্লাদ জোশী, কর্নাটকের মেডিক্যাল এডুকেশন মন্ত্রী শরণ প্রকাশ পাতিল, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজ বোম্মাই, বেলগাভির সাংসদ জগদীশ শেট্টার-সহ অন্যরা। কেএলই সোসাইটির চেয়ারম্যান প্রভাকর কোরে জানান, চিকিৎসকদের পরামর্শেই শাহ হোটেলে রয়েছেন।এর পর শাহের বেলগাভি সফরও বাতিল করা হয়। চিকোডি তালুকের এক্কাম্বায় শ্রী বীরেশ্বর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির নতুন সদর দফতর উদ্বোধনের কর্মসূচিতেও যোগ দেননি তিনি।তবে সন্ধ্যায় হুব্বলির কেএলই ক্যাম্পাসে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য যান শাহ। সেখানে প্রতীকী ভাবে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেন। পরে বিশেষ বিমানে তাঁর দিল্লি ফেরার খবর মেলে।

সুইডেনের পার্লামেন্টে ভারতীয় বংশোদ্ভূত নীলা ভিখে পাতিল

নয়া জামানা ঃ মহারাষ্ট্রের মাটি থেকে সুদূর সুইডেনের পার্লামেন্টে। ভারতীয় বংশোদ্ভূত নীলা ভিখে পাতিল (৪১) নির্বাচিত হলেন সুইডিশ পার্লামেন্টের সদস্য। গত ১৩ সেপ্টেম্বরের জাতীয় নির্বাচনে স্টকহোম সিটি কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছেন তিনি। ৩৪৯ আসনের পার্লামেন্টে জায়গা করে নিয়ে নীলার বক্তব্য, যাঁরা ভোট দিতে পারেন না, আমি তাঁদের কণ্ঠস্বর হতে চাই।নীলার পরিবারে রাজনীতির উত্তরাধিকার দীর্ঘ। তাঁর দাদু প্রয়াত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বালাসাহেব ভিখে পাটিল। প্রপিতামহ ভিখালরাও ভিখে পাতিল এশিয়ার প্রথম সমবায় চিনি কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।বালাসাহেবের বড় ছেলে এবং নীলার জেঠু রাধাকৃষ্ণ ভিখে পাটিলও মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে সক্রিয়।দাদুর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে নীলা জানান, মাত্র ১৫ বছর বয়সে তাঁকে দিয়ে রাজ্য বাজেট পড়িয়েছিলেন বালাসাহেব। আশা করছি, আমি আমার ঠাকুরদাকে গর্বিত করতে পারব, বলেন তিনি।সুইডেনে জন্ম হলেও নীলার শৈশব-কৈশোরের বড় অংশ কেটেছে মহারাষ্ট্রের আহমেদনগরে। অর্থনীতি ও আইন নিয়ে পড়াশোনার পর এমবিএ করেন। সুইডিশ প্রধানমন্ত্রীর দফতরে রাজনৈতিক উপদেষ্টা হিসাবেও কাজ করেছেন তিনি। অর্থনীতি, আয়কর ও আবাসন সংক্রান্ত বিষয়ে উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন। স্টকহোম মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সিটি কাউন্সিলের সদস্যও ছিলেন।মেয়ের সাফল্যে স্বাভাবিক ভাবেই গর্বিত বাবা অশোক ভিখে পাটিল। নীলার কথায়, তাঁর লক্ষ্য এমন সমাজ গড়া, যেখানে প্রতিটি শিশু সুন্দর ভবিষ্যৎ পাবে। পাশাপাশি বিশুদ্ধ পানীয় জল, সুস্থ পরিবেশ এবং বাসযোগ্য পৃথিবীর পক্ষেও কাজ করতে চান তিনি।সুইডেনের এ বারের নির্বাচনে কোনও পক্ষই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। ফলে সরকার গঠনে জোটের সমীকরণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সেই নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের মধ্যেই পার্লামেন্টে দায়িত্ব শুরু করতে চলেছেন মহারাষ্ট্রের নীলা।

এসআইআরের নোটিশ তালিকায় জয়শঙ্কর-আদবাণী, সিবল-সহ একাধিক হেভিওয়েট

নয়া জামানা ঃ আমজনতা নয়, এ বার ভোটার তালিকার নিবিড় পরিমার্জন বা এসআইআরের দ্বিতীয় ধাপের আওতায় দেশের একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তির নামও উঠে এল। দিল্লিতে

এসআইআরের খসড়া তালিকা প্রকাশের পর সামনে এসেছে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নোটিস তালিকা। সেখানে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী তথা প্রবীণ বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবাণী-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নাম রয়েছে।নোটিস তালিকায় রয়েছেন নির্বাচন কমিশনার এস এস সান্ধু, কংগ্রেস নেতা ও আইনজীবী কপিল সিবল, কংগ্রেস নেতা অভিষেক মনু সিংভি এবং বিদেশসচিব বিক্রম মিস্ত্রিও। তাঁদের ভোটার সংক্রান্ত তথ্যের নির্দিষ্ট অসঙ্গতি বা নথির সঙ্গে মিলের বিষয়টি যাচাই করার জন্য নোটিস পাঠানো হয়েছে।নির্বাচন কমিশনার এস এস সান্ধুর ক্ষেত্রে ভোটার রেকর্ডে তাঁর নামের বানান সংক্রান্ত অমিলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং তাঁর স্ত্রী কিয়োটো

এস জয়শঙ্করের নামও ভেরিফিকেশনের জন্য নোটিস তালিকায় রয়েছে।অন্যদিকে, কপিল সিবল এবং বিদেশসচিব বিক্রম মিস্ত্রির নাম ২০০২ সালের এসআইআর তালিকার সঙ্গে ম্যাপিং না হওয়ার কারণে নোটিস দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। প্রবীণ বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবাণী এবং তাঁর মেয়ে প্রতিভা আদবাণীর নামও রয়েছে ওই তালিকায়। সংশ্লিষ্ট সকলকেই শুনানিতে ডাকা হবে।এর আগে জানা যায়, দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীবাল এবং তাঁর পরিবারের নাম খসড়া তালিকায় নেই। অন্যদিকে, দিল্লির বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার নাম রয়েছে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির তালিকায়।নির্বাচন কমিশনের প্রক্রিয়া অনুযায়ী, ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য ফর্ম ৬-এ আবেদন করতে হলে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আবেদন জমা দিতে হবে।

মস্কোয় ভয়াবহ ড্রোন হামলা, নিহত ২

নয়া জামানা ঃ রাশিয়ায় তিন দিনব্যাপী সংসদীয় নির্বাচনের শেষ দিনে মস্কো-সহ দেশের একাধিক এলাকায় ব্যাপক ড্রোন হামলার ঘটনা ঘটল। রুশ কর্তৃপক্ষের দাবি, শনিবার রাত থেকে রবিবার পর্যন্ত ইউক্রেনের তরফে ১,৬০০-রও বেশি ড্রোন রুখে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৪৫০টি ড্রোন মস্কোকে লক্ষ্য করে উড়েছিল। হামলায় অন্তত দু'জনের মৃত্যু এবং প্রায় ২০ জন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন মস্কো অঞ্চলের গভর্নর আন্দ্রে ভোরোবিওভ।মস্কোর মেয়র সার্জেই সোবিয়ানিন এই হামলাকে রাজধানীর উপর এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বড় ড্রোন হামলা বলে দাবি করেছেন। তাঁর বক্তব্য, একাধিক ড্রোন মস্কোর তেল শোধনাগারের এলাকায় আছড়ে পড়ে। একটি আবাসিক ভবনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হামলার জেরে রামেনস্কোয় একটি বহুতল থেকে প্রায় ৪০০ বাসিন্দাকে সরিয়ে নেওয়া হয়।রুশ প্রশাসনের অভিযোগ, নির্বাচন বানচাল করাই ছিল হামলার অন্যতম উদ্দেশ্য। সোবিয়ানিনের দাবি, নজিরবিহীন এই হামলা নির্বাচন ব্যাহত করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত হয়েছিল, যদিও ইউক্রেনের পক্ষ থেকে হামলা নিয়ে তাৎক্ষণিক কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।১৮ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর রাশিয়ায় স্টেট ডুমার নির্বাচন হচ্ছে। ২০২২ সালে ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রার সামরিক অভিযান শুরুর পর এটিই প্রথম সংসদীয় নির্বাচন। অধিকৃত ইউক্রেনীয় ভূখণ্ডেও ভোটগ্রহণের আয়োজন করেছে মস্কো, যদিও কিয়েভ এই ভোটকে অবৈধ বলে প্রত্যাখ্যান করেছে।নির্বাচনে ইউনাইটেড রাশিয়া-সহ একাধিক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। তবে যুদ্ধবিরোধী দল ইয়াবলোকোকে নির্বাচনে অংশ নেওয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছে রুশ সুপ্রিম কোর্ট।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 20-09-2026 22:18 Page 8

টাইব্রেকারে নাটকীয় জয় বেলাকোবা ইউনাইটেডের

নয়া জামানা ঃ নির্ধারিত সময়ে গোলের দেখা মেলেনি। শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারে গড়াল উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচ। স্নায়ুর চাপ সামলে টাইব্রেকারে জয় ছিনিয়ে নিল বেলাকোবা ইউনাইটেড ক্লাব। এই জয়ের সুবাদে আট দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার পরবর্তী পর্বে জায়গা করে নিল তারা।এদিন ময়নাগুড়ি ব্লকের দ্বারিকামারী ফুটবল মাঠে নবোদয় ইয়াং অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত প্রতিযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মুখোমুখি হয় বেলাকোবা ইউনাইটেড ক্লাব ও লাটাগুড়ি রয়াল ইন্ডাস্ট্রি। ম্যাচের শুরু থেকেই দুই দল আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলায় মাঠে তৈরি হয় টানটান উত্তেজনা। একাধিকবার গোলের সুযোগ তৈরি হলেও প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগ ভেদ করতে পারেনি কোনও দল। নির্ধারিত সময় গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হওয়ায় ম্যাচের ফলাফল নির্ধারণে টাইব্রেকারের আশ্রয় নেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারে ঠান্ডা মাথায় সুযোগ কাজে লাগিয়ে জয় তুলে নেয় বেলাকোবা ইউনাইটেড।ম্যাচ ঘিরে মাঠের চারপাশে দর্শকদের উৎসাহ-উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। সকাল থেকেই দ্বারিকামারী এলাকায় ছিল উৎসবের আবহ। দুই দলের আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ এবং টাইব্রেকারের উত্তেজনা উপভোগ করতে মাঠে ভিড় জমান বহু ক্রীড়াপ্রেমী ও স্থানীয় বাসিন্দা।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়নাগুড়ি বিধানসভার বিধায়ক ডালিম চন্দ্র রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খাগড়াবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপিকা রায়, চূড়াভান্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কল্পনা কুঙ্গার, উপপ্রধান অনিতা রায়, সমাজসেবী রামমোহন রায়, দীনেশ রায়, বিশ্বনাথ রায়, অজয় রায়-সহ উদ্যোক্তা সংগঠনের সদস্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। আমন্ত্রিত অতিথিদের হলুদ গামছা দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়।নবোদয় ইয়াং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিকাশ রায় জানান, গ্রামীণ এলাকার তরুণদের খেলাধুলার প্রতি উৎসাহিত করা এবং স্থানীয় প্রতিভাবান ফুটবলারদের সামনে এগিয়ে দেওয়াই এই প্রতিযোগিতার মূল উদ্দেশ্য। মোবাইল ও অনলাইন বিনোদনের প্রতি তরুণ প্রজন্মের বাড়তে থাকা আসক্তির মধ্যে তাঁদের মাঠমুখী করতেও এই ধরনের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ বলে জানান তিনি।এ দিনের প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ট্রফি দাতা স্বর্গীয় অমূল চন্দ্র রায়ের নামে এবং রানার্স-আপ ট্রফি দাতা স্বর্গীয় শান্তি মণ্ডলের নামে রাখা হয়েছে। তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই এই উদ্যোগ বলে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

এশিয়াডে জোড়া রুপো এলাভেনিলের

নয়া জামানা ঃ দলগত বিভাগে রুপোর পর ব্যক্তিগত ইভেন্টেও সোনার দৌড়ে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়লেন এলাভেনিল ভালারিভান। তবে অল্পের জন্য অধরা রইল সোনা। জাপানের হিনাতা তাইচির কাছে ০.৬ পয়েন্টে হেরে মেয়েদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে রুপো জিতলেন তামিলনাড়ুর শুটার।রবিবার দিনের শুরুতেই সোনম মাসকার ও বিদর্ষা কে বিনোদের সঙ্গে দলগত ইভেন্টে ভারতকে রুপো এনে দেন এলাভেনিল। তিন জনের সম্মিলিত স্কোর ১৮৯৮। ১৯০৪.২ পয়েন্ট নিয়ে সোনা জেতে চিন। এলাভেনিলের ব্যক্তিগত স্কোর ছিল ৬৩৩.৫, সোনমের ৬৩৪.১ এবং বিদর্ষার ৬৩০.৪।

এই রুপোই এশিয়ান গেমসে ভারতের প্রথম পদক।এর পর ব্যক্তিগত ইভেন্টের যোগ্যতা পর্বে ৬৩৩.৫ পয়েন্ট নিয়ে সপ্তম হয়ে ফাইনালে ওঠেন এলাভেনিল।

তৃতীয় হয়ে ফাইনালে জায়গা করে নেন সোনমও। তবে ফাইনালে ষষ্ঠ স্থানে শেষ করেন তিনি। এলাভেনিল অবশ্য শুরু থেকেই পদকের লড়াইয়ে ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সোনার দৌড়ে টিকে থাকেন। কিন্তু শেষ দুই শটে ব্যবধান তৈরি করে হিনাতা। জাপানি শুটার ২৫৩.০ পয়েন্ট নিয়ে এশিয়ান গেমসের রেকর্ড গড়ে সোনা জেতেন।এলাভেনিলের স্কোর ২৫২.৪। দক্ষিণ কোরিয়ার হিওজিন বান ২৩০.৪ পয়েন্ট নিয়ে ব্রোঞ্জ পান। ফলে এশিয়াডের প্রথম দিনেই এলাভেনিলের ঝুলিতে এল জোড়া রুপো।এ দিকে মহিলাদের ট্র্যাডিশনাল ৬০ কেজি এমএমএ-তে মঙ্গোলিয়ার আলতানচিমেগ বায়ালগামাকে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছে ভারতের প্রথম এমএমএ পদক নিশ্চিত করেছেন সুচিকা তারিয়াল। এশিয়ান গেমসে এ বারই প্রথম এমএমএ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।অন্য দিকে, টেকবলের মহিলাদের সিঙ্গলসে ব্রোঞ্জ পদকের ম্যাচে জাপানের ইউইনা সাকামোতোর কাছে ০-২ হেরে পদক হাতছাড়া হয়েছে কুইমসি ডিসুজার।

দুই সেটেই ১১-১২ ব্যবধানে হেরে চতুর্থ স্থানে শেষ করেন তিনি।রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু দলগত রুপো জয়ের জন্য এলাভেনিল, সোনম ও বিদর্ষাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

সমাজমাধ্যমে বার্তায় তিনি বলেন, তাঁদের কৃতিত্বেই এশিয়ান গেমসে ভারত পদকের খাতা খুলেছে। শুটারদের আগামী প্রতিযোগিতার জন্যও শুভেচ্ছা জানান তিনি। এই সাফল্যে ভারতের শুটিং দলও আত্মবিশ্বাস পেল। এ দিন শুটিংয়ের দুই রুপোতেই ভারতের পদক তালিকা সমৃদ্ধ হল।

টি-টোয়েন্টিতে স্মৃতির ইতিহাস, শেফালির শতরান, বাংলাদেশকে হারিয়ে ফাইনালে ভারত

নয়া জামানাটি-টোয়েন্টিতে নতুন ইতিহাস গড়লেন স্মৃতি মন্ধানা। মহিলাদের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বাধিক রানের মালিক এখন ভারতীয় ওপেনার। এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে এই নজির গড়েন তিনি। একই ম্যাচে টি-টোয়েন্টিতে প্রথম শতরান পেলেন শেফালি বর্মা। ব্যাটারদের দাপটের পর ভারতীয় বোলারদের দুরন্ত পারফরম্যান্সে বাংলাদেশকে ১১৪ রানে হারিয়ে ফাইনালে উঠল ভারত। পদকও নিশ্চিত হল। ফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা।জাপানে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর।

শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিলেন স্মৃতি ও শেফালি। প্রথম ছয় ওভারে ওপেনিং জুটিতে ওঠে ৭২ রান। স্মৃতি ১৯ বলে ৩৭ রান করে ফিরলেও ততক্ষণে গড়ে ফেলেছেন ইতিহাস। এই ম্যাচের পর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে তাঁর রান ৪৭৬৫। তিনি টপকে যান নিউজিল্যান্ডের সুজি বেটসকে, যাঁর রান ৪৭৫৮। তালিকায় এর পর রয়েছেন হরমনপ্রীত কৌর, চামারি আতাপাত্তু ও সোফি ডিভাইন।স্মৃতি ফেরার পরেও থামেননি শেফালি। কমলিনী ও রিচা ঘোষ দ্রুত ফিরে গেলেও রান তোলার গতি বজায় রাখেন তিনি। ৪৯ বলে ১০০ রানে অপরাজিত থাকেন শেফালি। ইনিংসে ছিল তিনটি চার ও নয়টি ছক্কা। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এটাই তাঁর প্রথম শতরান। এশিয়ান গেমসেও প্রথম মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে শতরানের নজির গড়লেন তিনি। হরমনপ্রীত করেন ৩৩ বলে ৪০ রান। ভারত ৪ উইকেটে ১৯৫ রান তোলে।জবাবে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারিয়ে ৮১ রানে গুটিয়ে যায় বাংলাদেশ। দিলারা আখতার ও সুলতানা খাতুন কিছুটা লড়াই করলেও বাকিরা কেউ ১০ রানও পেরোতে পারেননি। ভারতের নন্দনী শর্মা ও দীপ্তি শর্মা তিনটি করে উইকেট নেন। অন্য সেমিফাইনালে চামারি আতাপাত্তুর দাপটে পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে শ্রীলঙ্কা। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর ফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত ও শ্রীলঙ্কা।

১৫ অক্টোবর শুরু অনূর্ধ্ব-১৫ মহিলা যুব ফুটবল লিগ

নয়া জামানা ঃ ভারতে মহিলা ফুটবলের কাঠামোগত উন্নয়নে নতুন উদ্যোগ। আগামী ১৫ অক্টোবর থেকে কর্ণাটকের বেলাগাভির স্পোর্টিং প্ল্যানেট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে শুরু হবে উদ্বোধনী এআইএফএফ অনূর্ধ্ব-১৫ উইমেন্স ইউথ লিগ। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ১৬টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে।১৬টি দলকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপে রয়েছে চারটি করে দল। গ্রুপ পর্বের শেষে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে থাকা দলগুলি কোয়ার্টার ফাইনালে উঠবে। এরপর হবে সেমিফাইনাল। আগামী ৩১ অক্টোবর প্রতিযোগিতার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে।গ্রুপ এ-তে রয়েছে সেসা ফুটবল একাডেমি, হপস এফসি, রুটস এফসি ও ক্রীড়া প্রবোধিনী পুনে।

গ্রুপ বি-তে জুবা সংঘ এফসি, সেথু এফসি, পিএফসি কেরালা ও প্রজেক্ট মহাদেব এফসি। গ্রুপ সি-তে রয়েছে এমজিএম অম্বুশ ক্লাব, ডিকেআর ফুটবল একাডেমি, এসএজি ফুটবল একাডেমি ও কমিউনিটি এফসি ইন্ডিয়া।

গ্রুপ ডি-তে পোর্টাইস স্পোর্টিং ক্লাব, আরকেএম ফুটবল একাডেমি, বেলগাঁও ইউনাইটেড ফুটবল একাডেমি এবং মুম্বই নাইটস এফসি।আয়োজক বেলগাঁও ইউনাইটেড ফুটবল একাডেমিও গ্রুপ ডি-তে রয়েছে। চলতি বছরের জুলাইয়ে এআইএফএফ অনূর্ধ্ব-১৭ উইমেন্স ইউথ লিগ চালুর পর এ বার অনূর্ধ্ব-১৫ স্তরেও প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হচ্ছে। দেশের মহিলা যুব ফুটবলে বয়সভিত্তিক পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করা এবং প্রতিভাবান ফুটবলারদের প্রতিযোগিতামূলক মঞ্চ দেওয়ার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। ৩১ অক্টোবর ফাইনালের মধ্য দিয়ে শেষ হবে উদ্বোধনী মরসুম।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।